AIDS InfoNet www.aidsinfonet.org

DRUG USE AND HIV

মাদক ব্যবহার ও এইচ.আই.ভি.

Fact Sheet Number 154
ফ্যাক্টশিট নং ১৫৪

মাদক ব্যবহার ও এইচ.আই.ভি কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

এইচ.আই.ভি প্রসারে মাদকের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন মাদক গ্রহনকারীর ব্যবহৃত সরঞ্জাম অন্যজন ব্যবহার করলে ঐ সরঞ্জামের মাধ্যমে এইচ.আই.ভি. ও হেপাটাইটিসের সংক্রমণ হতে পারে। মাদকের ব্যবহার অসুরক্ষিত যৌন কার্যকলাপের সাথেও সম্পর্কিত।

যারা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধ (এ.আর.ভি) গ্রহন করছেন তাদের জন্য মাদক ও অ্যালকোহল সেবন যথেষ্ট ক্ষতিকারক। মাদকসেবনকারীরা সাধারণত সব ওষুধ সঠিকভাবে গ্রহন করেন না এবং অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ওষুধের সাথে পথের মাদকগুলির ক্ষতিকারক বিক্রিয়া হতে পারে।

ব্যক্তিগত ওষুধ ও এইচ.আই.ভি সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য ফ্যাক্টশিট ৪৯৪ দেখুন।

ইঞ্জেকশন এবং সংক্রমণ

কোন ব্যক্তি যখন মাদক গ্রহনের সময় অপরের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ব্যবহার করে তখন সহজেই এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ ঘটতে পারে। অপরের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ব্যবহার করলে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং অন্যান্য গুরুতর অসুখও ছড়ায়।

মাদক গ্রহনের সময় সংক্রমিত রক্ত একটি সিরিঞ্জে টেনে নেওয়া হয় এবং তারপর মাদকের সাথে ঐ সিরিঞ্জের পরবর্তী ব্যবহারকারীর শরীরে সংক্রমিত রক্ত প্রবেশ করানো হয়। এই উপায়ে সবচেয়ে সহজে এইচ.আই.ভি. সংক্রমণ হয় কারণ এ ক্ষেত্রে সংক্রমিত রক্ত সরাসরি ব্যক্তির রক্তপ্রবাহে মিশে যায়।

এমনকি এইচ.আই.ভি. পজিটিভ ব্যক্তির হাত, কুকার, ফিল্টার, পাকতাগা বা ধোওয়ার জলে সামান্য পরিমাণ রক্তের উপস্থিতিও অপর ব্যবহারকারীকে সংক্রমিত করতে পারে।

এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের ঝুঁকি ও হেপাটাইটিস সংক্রমণ কমানোর জন্য কখনো কোনো মাদকের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম অন্যের সাথে ভাগ করা উচিত নয় এবং বার বার হাত ধোওয়া উচিত। সতর্কভাবে কুকার এবং ইঞ্জেকশানের জন্য ব্যবহৃত স্থানটি পরিষ্কার করাও দরকার।

মাদক ব্যবহারের কুফল কমানোর নানা উপায় জানার জন্য ফ্যাক্টশিট নং ১৫৫ দেখুন।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে একটি ব্যবহৃত সিরিঞ্জে এইচ.আই.ভি.-র জীবাণু ন্যূনতম চার সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে। একটি মাদক গ্রহনের সরঞ্জাম আবার ব্যবহার করতে হলে দুবার ব্যবহারের মাঝে খুব ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে নিজের সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন। তবে সেক্ষেত্রেও সরঞ্জাম পরিষ্কার করতে হবে। কারণ সিরিঞ্জের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া জন্মাতে পারে।

সিরিঞ্জ পরিষ্কারের সবচেয়ে ভালো উপায় হল প্রথমে জল দিয়ে ধুয়ে, তারপর ব্লিচিং দ্রবণে ধুয়ে, সবশেষে আবার জল দিয়ে সিরিঞ্জটি ধুয়ে ফেলা। এইচ.আই.ভি. ও হেপাটাইটিস সি জীবাণু মেরে ফেলার জন্য ব্লিচিং দ্রবণ সিরিঞ্জের মধ্যে দু মিনিট রেখে দেওয়া উচিত। এ ছাড়া প্রত্যেক বার সিরিঞ্জে জল নিয়ে তিরিশ মিনিট ধরে ঝাঁকিয়ে সব রক্ত সিরিঞ্জ থেকে বার করে দেওয়া উচিত। সিরিঞ্জ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে সবসময় ঠান্ডা জল ব্যবহার করতে হয় কারণ গরম জলে রক্ত জমাট বেঁধে ক্লট তৈরি হয়ে যেতে পারে। তবে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করলেই সবসময় জীবাণু মরে যায় না। **তাই নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করাই সবচেয়ে নিরাপদ।**

নিডল্ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা সূঁচ বিনিময় প্রকল্প

কিছু গোষ্ঠী সূঁচ বিনিময় প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে বিনামূল্যে পরিষ্কার সিরিঞ্জ বিলি করা হয় যাতে মাদকব্যবহারকারীরা অন্যের থেকে সিরিঞ্জ না নেয়। এই প্রকল্পটি বিতর্কিত কারণ কেউ কেউ মনে করেন যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাদক সেবনকে উৎসাহিত করা হয়। যদিও গবেষনায় প্রমানিত যে এই ভাবনা ভুল। কারণ দেখা গেছে যেখানে সিরিঞ্জ বিলি হয়েছে সেখানেই এইচ.আই.ভি.

সংক্রমণের হার কমেছে এবং অনেক মাদকগ্রহনকারী চিকিৎসার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন।

মাদক সেবন ও অসুরক্ষিত যৌনতা

মাদক সেবনের সাথে অসুরক্ষিত যৌন কার্যকলাপের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মাদক সেবনকারীরা মাদকের জন্য বা মাদক কেনার টাকা পাবার জন্য দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে।

অ্যালকোহল বা মেথামফেটামাইন সেবন বা মাদক সেবন যৌন কার্যকলাপের সময় ব্যক্তির নিজেকে সুরক্ষিত করার সুযোগ কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে যিনি মাদক কেনার টাকা পাবার জন্য দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছেন, তার পক্ষে সুরক্ষিত যৌনতার অভ্যাসের জন্য কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাদক সেবনের আকাঙ্ক্ষা তাকে কন্ডোম ব্যবহার ও সুরক্ষিত যৌনতার নিয়ম মেনে চলতে অনুৎসাহিত করে।

অনেক সময় মাদক সেবনকারীদের একাধিক যৌন সঙ্গী থাকে। এর ফলে এইচ.আই.ভি. ও অন্য যৌন সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণের ঝুঁকিও খুব বেশী হয়। এছাড়া মাদক সেবনকারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যৌন সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হন। এর ফলেও এইচ.আই.ভি. ও অন্য যৌন সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ বা পরিবহনের ঝুঁকি খুব বেশী হয়।

ওষুধ ও মাদক

এ.আর.ভি.-র প্রতিটি ডোজ গ্রহন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যারা নিয়মিত এ.আর.ভি. গ্রহন করেন না, তাদের রক্তে এইচ.আই.ভি.-র মাত্রা বেশী থাকে এবং ওষুধের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মাদক সেবন ও অনিয়মিত এ.আর.ভি. গ্রহন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এর ফলে চিকিৎসাও ফলদায়ক হয় না। কিছু মাদক চিকিৎসার ওষুধের সাথে বিক্রিয়া করে। পাকস্থলী কিছু কিছু এইচ.আই.ভি. চিকিৎসার ওষুধকে, বিশেষত প্রোটিজ ইনহিবিটরস্ ও দ্য নন-নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ ইনহিবিটরস্‌কে ভেঙে ফেলে। এছাড়া পাকস্থলী অ্যালকোহল ও অন্যান্য মনোরঞ্জকারী মাদককে ভেঙে ফেলে। যখন মাদক ও চিকিৎসার ওষুধ একসাথে পাকস্থলীতে ভাঙতে থাকে তখন সেই পদ্ধতি খুব ধীর গতিতে চলে। ফলে যে কোন একটির মাত্রা শরীরে বেশী হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসার ওষুধের মাত্রা শরীরে বেশী হলে তার নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অপরদিকে মনোরঞ্জনকারী মাদকের মাত্রা শরীরে বেশী হলে তা প্রাণঘাতী হতে পারে। যেমন প্রোটিজ ইনহিবিটরস্ ও মনোরঞ্জনকারী মাদকের মিশ্রণের জন্য এইচ.আই.ভি. পজিটিভ একজন মানুষের মৃত্যুর খবর শোনা গেছে।

কিছু এ.আর.ভি. রক্তে মেথাডোনের মাত্রা পরিবর্তন করে। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেথাডোনের ডোজ অনেক ভাবনা চিন্তা করে স্থির করতে হয়।

প্রতিটি ওষুধ গ্রহনের জন্য নির্দিষ্ট ফ্যাক্টশিট দেখুন এবং আপনার মেথাডোন কাউন্সিলারের সাথে তা আলোচনা করুন।

মূল কথা

নতুন এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ মাদক গ্রহন। অন্যের সাথে ভাগ করা মাদক ব্যবহারের সরঞ্জাম এইচ.আই.ভি., হেপাটাইটিস ও অন্যান্য অসুখ ছড়াতে সাহায্য করে। অ্যালকোহল ও মাদক মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার হলেও সেগুলি ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে প্ররোচিত করে।

নিজেকে সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে কখনও মাদক গ্রহনের জন্য কোনো সরঞ্জাম অন্যের সাথে ভাগ করা উচিত নয়। নিজের সিরিঞ্জ পুনর্বার ব্যবহার করলেও তা খুব ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তবে সংক্রমণ এড়ানোর জন্য সিরিঞ্জ পরিষ্কার করলে সম্পূর্ণ নয়, আংশিক নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

কিছু গোষ্ঠী সূঁচ বিনিময় প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে বিনামূল্যে নতুন সিরিঞ্জ বিলি করা হয়। এই প্রকল্পের ফলে নতুন এইচ.আই.ভি. সংক্রমণের মাত্রা আংশিক কমেছে।

মাদক গ্রহনের অভ্যাস থাকলে এ.আর.ভি.-র ডোজ মাঝে মধ্যেই বাদ পড়ে যায়। ফলে চিকিৎসা সঠিক ভাবে কাজ করে না ও ওষুধের কর্মক্ষমতা কমে যায়।

মনোরঞ্জনকারী মাদক ও এ.আর.ভি.-র মিশ্রণ কখনও কখনও মারাত্মক হতে পারে। মাদকের প্রতিক্রিয়ার গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতিকর ওভার ডোজ হতে পারে।

আরও তথ্য

মাদক দ্রব্য ও এইচ.আই.ভি. সংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েব সাইটগুলি দেখতে পারেন -

www.inhrn.org

www.ahrn.net

www.unodc.org/india

www.harmreduction.org

পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে মে ১৪, ২০০৭

A project of the New Mexico AIDS Education and Training Center. Partially funded by the National Library of Medicine
Fact Sheets can be downloaded from the Internet at http://www.aidsinfonet.org